মুখ্যমন্ত্রী অন্তত কৃষকের লাশটুকু দেখে যান

আত্মঘাতী চাষির মর্মান্তিক শেষ আর্তি

গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগানোর আগে সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের আত্মঘাতী কৃষক ধানাজি চন্দ্রকান্ত— মুখ্যমন্ত্রী না আসা পর্যন্ত যেন তাঁর শেষকৃত্য করা না হয়। চেয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের কৃষকদের মর্মান্তিক মৃত্যু মিছিলের একটু নমুনাও অন্তত মুখ্যমন্ত্রী দেখুন!

ধানাজি ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। বিজেপির আচ্ছে দিনের ফাঁকা বুলি আর মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীসের ঋণ মকুবের মৌখিক প্রতিশ্রুতি যে কতটা ফাঁকা তা মর্মে মর্মে বুঝেছেন বছর ৪৫-এর এই কৃষক। তাই আত্মহত্যার পথই বেছে নিতে বাধ্য হন তিনি।

কৃষক আত্মহত্যায় দেশের মধ্যে এক নম্বরে মহারাষ্ট্র। শুধু জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যেই ৮৫২ জন আত্মহত্যা করেছে।

ওই দিনই মোদি জমানার তিন বছরে কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরার কথা ছিল কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিং-এর। দেশজুড়ে হাজার হাজার চাষির আত্মহত্যায় কোনও হেলদোল নেই মন্ত্রী-আমলাদের। কিন্তু ৫ জুন মধ্যপ্রদেশে পুলিশের গুলিতে ৬ কৃষকের মৃত্যু সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে। তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য সরকারের নেই। ফলে সাংবাদিক সম্মেলন বাতিল করতে বাধ্য হয় সরকার। প্রধানমন্ত্রীকে গরিব ও কৃষকদের 'মসিহা' হিসেবে তুলে ধরতে হাজার কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছে সরকার। কৃষিমন্ত্রী বিজেপি জমানায় উন্নয়নের খতিয়ান দিতে গিয়ে দাবি করেছেন, এ বছর দেশে রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হতে চলেছে। প্রচারের এত ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও কৃষকদের মাঠ ভরা ফসল ছেড়ে রাস্তায় নামতে হচ্ছে কেন?

সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, গত বছরের নভেম্বর থেকে এ বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে ২৮৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। কৃষিঋণ মকুব, বিনা সুদে ঋণ, ফসলের ন্যায্য দাম ও অন্যান্য নানা দাবিতে কৃষকদের আন্দোলন চলছে বিজেপি-শাসিত হরিয়ানা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে। বিক্ষোভের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও পাঞ্জাবেও।

দেশে যখন আন্দোলনরত কৃষকদের গুলি চালিয়ে হত্যা চলছে এবং ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা একের পর এক আত্মহত্যা করে চলেছেন, তখন প্রধানমন্ত্রী বিদেশে সফর করে বেড়াচ্ছেন। রাজ্যে রাজ্যে যখন কৃষকদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে, তখন পাঁচ হাজার কোটি টাকার ব্যবসার কর্ণধার বাবা রামদেবকে সঙ্গে নিয়ে বিহারে যোগ অনুশীলনরত কৃষিমন্ত্রী কৃষকদের যোগাভ্যাসের পরামর্শ দিচ্ছেন! আন্দোলনকারী কৃষকরা ঠিক করেছেন, যোগ দিবসে তারা আত্মঘাতী কৃষকদের স্মরণে 'শবাসন' করে এর জবাব দেবেন। বিজেপির আদর্শগত পরিচালক আর এস এস আবার ভীষণ ব্যস্ত কৃষকদের বন্ধু সেজে বিজেপি সরকারকে বাঁচাতে। তাদের কৃষক সংগঠন 'ভারতীয় কিষান সঙঘ' মধ্যপ্রদেশে কৃষকদের আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য তাতে যোগ দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে বৈঠকের পর দাবি আদায় হয়ে গেছে একথা বলে তারা সরে পড়ে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষকরা, আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সেই আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা যান ৬ জন। বিজেপির কৃষক দরদ এবং আর এস এসের 'কৃষকবন্ধু'র স্বরূপ কৃষকদের কাছে সুস্পষ্ট হয়।

আন্দোলনকারী চাষিদের মূল দাবি কৃষি ঋণ মকুব নিয়ে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি দায় ঝেড়ে ফেলে বলেছেন, 'কৃষি ঋণ মকুব করলে তার দায় নেবে না কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কোষাগার থেকেই তা মেটাতে হবে।' দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের কৃষি ঋণ মকুব না করতে পারলেও বড় বড় ঋণ-খেলাপি শিল্পপতিদের ঋণ তারা মকুব করছে কেন? সকলেই জানেন, ক্ষুদ্র ও মধ্য কৃষকরা ঋণ-খেলাপি হন না, ঋণ-খেলাপি হন বড় বড় শিল্পপতিরা, কৃষির কর্পোরেট মালিকরা। এদের শিরোমণি বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা লিকার ব্যারন বিজয় মাল্য ৯ হাজার কোটি টাকা লোপাট করে ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতাদের সহায়তায় বিদেশে পালিয়ে গেছেন। এই মদ-ব্যবসায়ী সহ যে বড় বড় মদ কারখানা ও চিনিকল মালিকরা আখচাষিদের ৮ হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে তাদের গায়ে হাত দেয়নি কোনও রাজ্যের বিজেপি সরকার। বিজেপির 'আচ্ছে দিনে' সাধারণ কৃষক-মজুরের ভবিতব্য এই ধানাজিদের মতোই।